শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা ও দেহতত্ত্ববাদ

(দ্বিতীয় খণ্ড)

পার্থসারথি গায়েন

প্রভা প্রকাশনী
প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা
১কে, রাধানাথ মল্লিক লেন, কলকাতা-১২

	পৃষ্ঠা
শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা ও দেহতত্ত্ববাদ	১-৮
প্রথম অধ্যায় : অর্জুনবিষাদযোগ	৯-১১
দ্বিতীয় অধ্যায় : সাংখ্যযোগ	১২-১৪
তৃতীয় অধ্যায় : কর্মযোগ	১৫-১৮
চতুর্থ অধ্যায় : জ্ঞানযোগ	১৯-২২
পঞ্চম অধ্যায় : সন্ন্যাসযোগ	২৩-২৫
ষষ্ঠ অধ্যায় : ধ্যানযোগ	২৬-৩০
সপ্তম অধ্যায় : জ্ঞান-বিজ্ঞানযোগ	৩১-৩৪
অষ্টম অধ্যায় : অক্ষরব্রহ্মযোগ	৩৫-৩৭
নবম অধ্যায় : রাজযোগ	৩৮-৪১
দশম অধ্যায় : বিভূতিযোগ	৪২-৪৪
একাদশ অধ্যায় : বিশ্বরূপদর্শনযোগ	৪৫-৪৮
দ্বাদশ অধ্যায় : ভক্তিযোগ	৪৯-৫২
ত্রয়োদশ অধ্যায় : ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগ	৫৩-৫৭
চতুর্দশ অধ্যায় : গুণত্রয়বিভাগযোগ	৫৮-৬২
পঞ্চদশ অধ্যায় : পুরুষোত্তমযোগ	৬৩-৬৬
ষোড়শ অধ্যায় : দৈবাসুরসম্পদ্বিভাগযোগ	৬৭-৭১
সপ্তদশ অধ্যায় : শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগ	৭২-৭৬
অষ্টাদশ অধ্যায় : মোক্ষযোগ	৭৭-৮৮

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও দেহতত্ত্ববাদ

সংশয়বাদীদের অবস্থান এখন প্রায় 'নো ম্যানস ল্যান্ডে' অর্থাৎ তাঁরা গীতাধ্যানীদের বিপক্ষেও নয় আবার স্বপক্ষে মত দিতে তাঁদের স্বাভিমানে বাধছে। সময়ের সাথে সাথে তাদের বিরুদ্ধতার ঝাঁঝ কমেছে। তবে তাই বলে তাঁরা প্রশ্ন পরান্মুখ নন। তাঁরা গীতাধ্যানীদের জিজ্ঞেস করলেন, যদি আরও কিছু প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করেন তাঁরা গীতাধ্যানীরা কি সেটাকে ভুলভাবে নেবেন বা অতি প্রশ্ন হিসাবে গণ্য করবেন? গীতাধ্যানীরা উত্তর দিলেন, তাঁরা ভগবান বুদ্ধের 'ত্রহি পসসিকো' অর্থাৎ এসো, দ্যাখো, এই তত্ত্বে বিশ্বাসী। জানালেন তাঁরা কাউকে বলেন না, আগে মানো, তারপর জানো। তাঁরা বলেন, এসো, দ্যাখো, পরখ করো। অন্ধের মতো বিশ্বাস করো না। বিশ্বাস করো না কারও ভয়ে বা প্রভাবে। ভয়ে ভক্তি নয়। যুক্তিতে মান্যতা পেলে তবেই ভক্তি। নিজের বিশ্বাসে যুক্তি বাসা বাঁধলে তবে বাঁধন। বন্ধন। সমর্পণ করেই প্রেম ও পূজার ডালি নিয়ে গেয়ে ওঠা—

'তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা
এ সমুদ্রে আর কভু হবো নাকো দিশেহারা'।

—রবীন্দ্রনাথ

সংশয়বাদীদের কেউ কেউ আরও একবার গীতার অতিকথন নিয়ে প্রশ্ন তুলতে চাইলে গীতাধ্যানীরা বললেন, 'হ্যাঁ, গীতায় কিছু অতিকথন, পুনঃকথন আছে। তবে তা একান্তই প্রয়োজনে। ছাত্রের প্রয়োজনে শিক্ষককে কখনো কখনো পুরানো পাঠের পুনরাবৃত্তি, পুনঃপাঠন করতে হয়। এটা কোনো দোষাবহ ঘটনা নয়। বরং প্রয়োজনের নিরিখে, ক্ষেত্রবিশেষে এ একান্তই আবশ্যক। বেনিয়া শিক্ষক হয়তো তা করতে চাইবেন না। আদর্শ শিক্ষকের এটা শুধু দায় নয় অবশ্যকর্তব্য বটে। পাঠক্রম শেষ করা নয়, ছাত্রছাত্রীর হৃদয়াঙ্গম না হওয়া পর্যন্ত শিক্ষককে নানা দিক থেকে নানাভাবে বোঝাতে হবে। বাঙ্ময় হতে হবে।

অন্য ধর্মের মানুষের ওপর গীতার প্রভাব সম্পর্কে জানতে চাইলে গীতাধ্যানীরা ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানী এ পি জে আব্দুল কালামের ছোটোবেলাকার একটি গল্প শোনালেন—

চেন্নাই-এর সমুদ্রতটে বসে এক ধুতি, চাদর পরিহিত ভদ্রলোক একমনে গীতা পাঠ করছেন। তা দেখে যৌবন উদ্দীপ্ত এ পি জে আব্দুল কালাম তাঁর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'বিংশ শতাব্দীর এই বিজ্ঞানমনস্ক যুগে মানুষ যখন চাঁদে পাড়ি দিচ্ছে, মঙ্গলগ্রহে বাসস্থানের কথা ভাবছে তখন ও আপনি গীতা পুরাণের যুগে বাস করছেন? ভদ্রলোক মুখ তুলে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কী করো বাপু? যুবকটি নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, আমার নাম—এ পি জে আব্দুল কালাম। আমি 'বিক্রম সারাভাই' বিজ্ঞান গবেষণাগারে গবেষণারত এক তন্নিষ্ঠ বিজ্ঞানী। কথোপকথনের মাঝখানে দুটি বিশাল সুদৃশ্য গাড়ি সামনে এসে দাঁড়াল। আগে কম্যান্ডো। পিছে কম্যান্ডো। ভদ্রলোককে সসম্ভ্রমে গাড়িতে নিলেন। যুবক বিজ্ঞানী কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, স্যর, আপনার পরিচয়? ভদ্রলোক সস্নেহে উত্তর দিলেন, 'আমার নাম বিক্রম সারাভাই'। যুবক বিজ্ঞানী আব্দুল কালাম বিক্রম সারাভাইকে আদর্শ মেনে আর মাংস ছোঁননি ও গীতার আদর্শের প্রতি আজীবন ছিলেন অবনত মস্তক। শ্রদ্ধাশীল। শ্রদ্ধাশীল ও ধর্মপ্রাণ মুসলমান হয়েও তিনি আর কখনও গীতার প্রতি শ্রদ্ধা হারাননি।

আর আশ কথা নয়, পাশ কথা নয়। সংশয়বাদীরা এবার মূল প্রসঙ্গে এলেন। তাঁরা ব্যক্তি ব্যতিরেক ভাবব্যাখ্যা শুনতে আগ্রহী। তাঁদের প্রাথমিক সংশয় দূরীভূত। আর তাঁরা সন্দিগ্ধমনা নন। শ্রদ্ধাশীল। তবে এই ব্যক্তি ব্যতিরেক ভাবব্যাখ্যা সংক্ষেপে বলে গীতাধ্যানীরা তাঁদের জ্ঞানপিপাসা দূরীভূত করুন। গীতাধ্যানীরা বললেন, গীতার ব্যক্তি ব্যতিরেক ভাবব্যাখ্যাও বহুধা ধারায় বিধৃত। বিশাল তার ব্যাপ্তি। বিপুল তার ব্যঞ্জনা।

সেখানে ব্যক্তিনামের আড়ালে লুকিয়ে আছে 'গুণধর্ম'। নাম সেখানে উপাধিবাচক নয়। নাম সেখানে গুণবাচক। গুণের প্রতীক। এই ভাবজগতে কৃষ্ণ যদুপতি নন। রাখালরাজা নন। অর্জুনের রথের সারথি নন। এখানে 'কৃষ্ণ' মানে যিনি কর্ষণ করেন। আকর্ষণ করেন।

'যঃ কর্ষয়তি স কৃষ্ণঃ'।

আর যাঁরা আকর্ষিত হন? আরাধনা করেন? তাঁরা রাধা।

'যঃ আরাধয়তি স রাধা'।

ভাবজগত হলো পুরুষ আর প্রকৃতির লীলা খেলা। তাঁরা কৃষ্ণভক্ত মীরাবাই-এর গল্প শোনালেন।

কৃষ্ণপ্রেমে পাগলিনী মীরাবাঈ বৃন্দাবনের পথে পথে 'হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ' বলে গেয়ে বেড়াচ্ছেন। কেঁদে বেড়াচ্ছেন। সেখানে শুনলেন শ্রীজীব গোস্বামী বলে এক বিখ্যাত বৈষ্ণব সাধক আছেন। কৃষ্ণসাধক আছেন। তিনি শ্রীজীব গোস্বামীর সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। শ্রীজীব গোস্বামী বলে পাঠালেন—

"গোঁসাই কহেন মুই বনে করি বাস
নাহি করি স্ত্রীলোকের সহিত সম্ভাস।"

রাগত স্বরে মীরাবাঈ বলে উঠলেন, কী! এত বড়ো দুঃসাহস। শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনে অন্য কেউ নিজেকে পুরুষ বলে পরিচয় দিচ্ছেন। তিনি শ্রীজীব গোস্বামীকে উদ্দেশ্য করে বললেন—

"এতো দিনে শুনি নাই শ্রীমন বৃন্দাবনে
পুরুষ আছয়ে কেহ কৃষ্ণধন বিনে।"

শ্রীজীব গোস্বামীর ভুল ভেঙে গেল। তিনি মীরাবাঈ-এর কাছে ক্ষমা চাইলেন। সত্যিই তো তাঁর বড়ো ভুল হয়ে গেছে। জগতে এক শ্রীকৃষ্ণই পুরুষ। আর বাকি সকলে রাধা। প্রকৃতি।

ভাবের তোড়ে বলতে বলতে গীতাধ্যানীরা গীতার ১৮তম অধ্যায় মোক্ষযোগের ৬৬তম শ্লোকটি উদাহরণস্বরূপ তুলে ধরলেন—

"সর্বধর্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।"

অষ্টাদশ অধ্যায়/শ্লোক—৬৬

বললেন, ভাবজগতে এর অর্থ এই নয় যে সব ধর্ম ছেড়ে যদুপতি শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রয় করো। —তাহলে এর অর্থ কি? গীতাধ্যানীরা বললেন ভাবজগতে এর অর্থ

তোমার কাঙ্ক্ষিত যে বস্তু তা পেতে হলে তোমাকে সর্বস্ব পণ করতে হবে। সবকিছুর বিনিময়ে পেতে হবে। এই প্রসঙ্গে তাঁরা গোপিনীদের শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক বস্ত্র হরণের প্রসঙ্গ তুলে বললেন—রূপকের আশ্রয়ে দেখা যাচ্ছে বিবস্ত্র গোপিনীরা জলে লগ্ন হয়ে আছেন আর শ্রীকৃষ্ণ বস্ত্র নিয়ে কদমের ডালে বসে মনের সুখে বাঁশরী বাজাচ্ছেন। তাঁরা বললেন ভাবজগতে এর অর্থ অতীব গূঢ়। অতীব ব্যঞ্জনাময়। কৃষ্ণপ্রেমী গোপিনীরা কুলের সমস্ত বাধা, আত্মসুখ, মান-মর্যাদা সব বিসর্জন দিয়ে সপ্রেমে দন্ডোক্তি করতে করতে বলে এসেছে—

"কুল মরীয়াদ কপাট উদ্‌ঘাটলু
তাহে কী কাঠকি রাধা
নিজ মরিয়াদ সিন্ধু সঙে পঙারুলু
তাহে কী তটিণী অগাধা।"

কুলের মান-মর্যাদা রূপ দূরন্ত কপাট খুলে তারা এসেছে সামান্য কাঠের খিল এদের কী করে আটকে রাখবে। নিজের মান, সম্ভ্রম, মুখ, স্বস্তি সব বিসর্জন দিয়ে এসেছে সামান্য খরস্রোতা নদী তাদের পথে কী করে বাধক হয়ে দাঁড়াবে? তারা সব দিয়েছিল কিন্তু লজ্জা বিসর্জন দিতে পারেনি। এই শ্লোক দিয়ে গীতা শিক্ষা দিচ্ছে শ্রীকৃষ্ণকে পেতে গেলে তোমাকে সর্বস্ব দিতে হবে। তোমার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছোতে গেলে তোমাকে সর্বস্ব বাজি রাখতে হবে। খণ্ডিত চেষ্টায় সাফল্য পাবে না। আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুর দিকে তোমাকে এগুতে হবে নিজেকে পূর্ণ আহুতি দিয়ে। তোমার বিত্ত বিসর্জন দিতে হবে। বাণী বিসর্জন দিতে হবে।

ব্যাখ্যা ক্রমশ তাঁদের আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে সংশয়বাদীরা বললেন, আমরা গীতার অধ্যায় অনুযায়ী ভাব ব্যাখ্যা শুনতে ইচ্ছুক।

গীতাধ্যানীরা বললেন, এই ভাবতত্ত্ব মূলত দেহতত্ত্বের ব্যাখ্যা। আত্মতত্ত্বের উন্মিলন। এই ভাবতত্ব বুঝতে গেলে দেহতত্ত্বের কিছুটা পাঠ নিতেই হবে।

দেহতত্ত্ববিদদের মতে এই দেহের মধ্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবকিছুই অণু-পরমাণু হয়ে বিধৃত। যার কাব্যিক রূপ দিলেন বিদ্রোহী ও মরমি কবি কাজী নজরুল ইসলাম—

"ভাবিস তুই ক্ষুদ্র কলেবর
ইহাতেই অসীম নীলাম্বর।"

ভাবরসঘন হয়ে ফকির লালন গান বাঁধলেন–

" তোমার ঘরে বসত করে কয়জনা,
ও মন জানো না, জানোনা....."

আরও ভাবগম্ভীরে গিয়ে তিনি গাইলেন—

আট কুঠরি নয় দরজা আঁটা
মধ্যে মধ্যে ঝলকা কাটা
তার ওপরে সদর কোঠা
আয়না মহল তায়....."

তাঁরা বললেন, এবং এই ভারততত্ত্বের আধার হলো 'নাড়ী চক্র'। যাকে অন্য পরিভাষায় বলা হয় 'পদ্ম'। মানব শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গে অবস্থিত এই সাতটি পদ্মদলকে বলা হয় 'সপ্তপদ্ম'। এই নাড়ি চক্রের নির্দিষ্ট অবস্থান আছে এবং তা নির্দিষ্ট উপাধিতে খ্যাত। যেমন–

১। গুহ্যমূলে : মূলাধার— ইহাতে চতুর্দল পদ্ম অবস্থিত।

২। উপস্থে : লিঙ্গমূলে–স্বাধিষ্ঠান— ইহাতে ষড়দল পদ্ম অবস্থিত।

৩। নাভিতে : মণিপুর–ইহাতে শতদল পদ্ম অবস্থিত।

৪। হৃদয়ে : অনাহত–ইহাতে আছে দ্বাদশদল পদ্ম।

৫। কণ্ঠে : বিশুদ্ধ–ইহাতে ষোড়শদল পদ্ম অবস্থিত।

৬। ভ্রূমধ্যে : আজ্ঞাচক্র–ইহাতে আছে দ্বিদল পদ্ম।

৭। মস্তকে : সহস্রার–এখানে আছে সহস্রদল পদ্ম।

ভাববাদীদের মতে, মহাভারতের যুদ্ধ বা গীতার উপদেশ ক্ষেত্র কোনো রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ক্ষেত্র নয়। কোনো স্থূল যুদ্ধক্ষেত্র নয়। তাঁদের মতে মানুষের মধ্যে এ যুদ্ধ

চলছে নিরন্তর। অবিরাম। এই যুদ্ধে যুযুধান দুই পক্ষ। প্রবৃত্তিপক্ষ অর্থাৎ কৌরবপক্ষ ও নিবৃত্তিপক্ষ অর্থাৎ পাণ্ডবপক্ষ। প্রবৃত্তিপক্ষ আস্ফালন করে বলছে, আমিই শক্তি। আমিই দম্ভ। আমিই প্রভু। আমার পক্ষে এসো। সুখ দেবো। সম্পদ দেবো। দেবো ভোগের নানা উপঢৌকন।

নিবৃত্তিপক্ষ অর্থাৎ পাণ্ডব পক্ষ আবেদন করছে আমার দিকে এসো। আমি স্বস্তি দেব। যশ দেবো। দেবো চিরশান্তি। প্রবৃত্তিপক্ষ ভোগের যাচক আর নিবৃত্তিপক্ষ যোগের সাধক। ভাববাদীরা বলেন—শ্রীকৃষ্ণ এই যোগের সাধনার কথা বলেছেন গীতার নানা অধ্যায়ে। নানাভাবে। তিনি অর্জুনরূপী সত্তাকে এই যোগের মাধ্যমে বিষাদের তম থেকে বিভাবের তমে পৌঁছে দিতে চাইছেন।

ভাববাদীরা গীতার বিশেষ বিশেষ চরিত্রগুলিকে নিজেদের তত্ত্ব অনুযায়ী বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করলেন—

ধৃতরাষ্ট্র : 'ধৃতং রাষ্ট্রং যেন স ধৃতরাষ্ট্রঃ'

দেহরূপ রাজ্য যিনি ধারণ করে আছেন তিনিই ধৃতরাষ্ট্র। মনই দেহরূপ রাজ্যের রাজা। মন অন্ধ। ভালো-মন্দ কিছুই দেখতে পায় না। বুদ্ধিই ইহাকে চালনা করে।

সঞ্জয় : সম্যকরূপে জয় হলে যার প্রকাশ হয় তিনিই সঞ্জয়। অর্থাৎ দিব্যদৃষ্টি।

কৃষ্ণ : কৃষ ধাতু থেকে উৎপন্ন অর্থাৎ কর্ষণ করা। দেহমধ্যে শ্বাসপ্রশ্বাসের যে কর্ষণ ক্রিয়া চলছে তার নিবৃত্তিরূপ স্থিরাবস্থাই স্থির প্রাণরূপ কৃষ্ণ। তিনিই কূটস্থ চৈতন্য।

ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্র : ইন্দ্রিয়গণকেই মন আপনার বলে মনে করে। ইন্দ্রিয় দশটি—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক, জিহ্বা এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়। পায়ু, উপস্থ, পাদ, পাণি ও বাক্ এই পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়। এই দশটি ইন্দ্রিয় আবার দশ দিকে— পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, ঈশান, অগ্নি, নৈঋত ও বায়ু—ধাবমান অর্থাৎ দশটি ইন্দ্রিয় দশ দিকে (১০×১০) ধাবমান হয়ে একশত গুণবিশিষ্ট হয়। ইহারা সবাই মনেরই সৃষ্টি। তাই মনরূপ ধৃতরাষ্ট্রের একশত পুত্র। ইহারা সবাই প্রবৃত্তিপক্ষীয়।

পঞ্চপাণ্ডব : ব্যোম, মরুৎ, তেজঃ, অপ, ক্ষিতি—এই পঞ্চতত্ত্বই পঞ্চপাণ্ডব। ইহাদের উৎপত্তি আজ্ঞাচক্রের ঊর্ধ্বস্থিত সহস্রার তথা দেবলোক থেকে, তাই এরা দেবপুত্র।

যুধিষ্ঠির সহস্রারে অবস্থিত ধর্মরূপ অবস্থান থেকে উৎপন্ন বলে তিনি ধর্মপুত্র। এখানে চঞ্চল প্রাণ (শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া) স্থিতি লাভ করে তাই তিনি যুধিষ্ঠির। মহাকাশরূপ অবস্থান থেকে তাঁর উৎপত্তি তাই তিনি ব্যোম।

ভীম : মরুৎ অর্থাৎ বায়ুতত্ত্ব। প্রাণবায়ু। এই বায়ুতত্ত্বই ভীম। বলশালী। বেগবান। অপ্রতিরোধ্য পবনপুত্র।

অর্জুন : তেজস্তত্ত্ব। তিনি ইন্দ্রপুত্র। 'ই' অর্থে শক্তি, 'ন্দ্র' অর্থে বীজ, শক্তিবীজ। এর অবস্থান নাভিকুণ্ডে অর্থাৎ মণিপুরে।

নকুল : ন + কুল। অপ। জলতত্ত্ব। জলের কোনো কূল নেই।

সহদেব : ক্ষিতি–মৃত্তিকা–পৃথ্বিতত্ত্ব।

কুন্তী : স্থির প্রাণরূপ আদ্যা প্রকৃতি দেহরূপ ক্ষেত্রের ঊর্ধ্বে স্থির প্রাণরূপ আদ্যা প্রকৃতির প্রকাশ।

মাদ্রী : চঞ্চলা প্রাণশক্তি। মূলাধার ও স্বাধিষ্ঠানে এর অবস্থান।

ভীষ্ম : ভীষণ প্রতিজ্ঞা। ইনি প্রবৃত্তি অর্থাৎ কৌরব ও নিবৃত্তি অর্থাৎ পাণ্ডব উভয় পক্ষেরই প্রতিজ্ঞা। তা ভালো বা মন্দ প্রবৃত্তিপক্ষীয় বা নিবৃত্তিপক্ষীয় সবারই এক চিরন্তন স্বভাবধর্ম। তাই তিনি পুরাতন। তাই তিনি পিতামহ।

দ্রোণাচার্য : অর্থাৎ জেদ। ইনিও প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয় পক্ষেরই গুরু। ভালো মানুষেরও জেদ আছে। মন্দ মানুষের তো আছেই।

কর্ণ : কানে শুনে যিনি বিশ্বাস করেন। শোনা কথার ওপরে যিনি আস্থা রাখেন। অভিমান করেন।

দুর্যোধন : দুর্মতি। প্রবৃত্তিপক্ষের প্রধান অস্তিত্ব।

অশ্বত্থামা : কল্পবৃক্ষের ন্যায় আশা। দুরাশা।

মধুসূদন : মায়ানাশক শক্তি।

জনার্দন : জন অর্থে অসুর, অর্দন অর্থে পীড়ন। কূটস্থের স্মরণে অসুর ভাবের নাশ হয় তাই তিনি জনার্দন।

বৈরাগ্য : বীতরাগ।

পুরুষ : দেহরূপ পুরে যিনি শয়ন করে আছেন। অর্থাৎ শ্বাসের বিস্তাররূপে শায়িত।

আত্মা : স্থির প্রাণরূপ শ্বাস বা শক্তি।

পরন্তপ : 'পরাণ শত্রুন তাপয়তি'। যিনি ইন্দ্রিয়রূপ শক্তিকে দমন করেন, তিনিই পরন্তপ।

ইহলোক : শ্বাসের চঞ্চলতা রূপ মধ্য অবস্থা।

জন্ম-মৃত্যু : শ্বাস দেহ হতে বহির্গত হওয়াকে মৃত্যু ও এবং দেহে পুনঃ প্রবেশকে জন্ম বলে।

ধ্রুপদ : দ্রুতগতি।

সাত্যকি : সুমতি।

ধর্মক্ষেত্র : শরীরকে আশ্রয় করে যেহেতু সমস্ত ধর্ম অনুষ্ঠিত হয় তাই এই শরীরই ধর্মক্ষেত্র।

কুরুক্ষেত্র : কুরু মানে কর্ম, ক্ষেত্রমানে ভূমি। 'ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে' গীতার তেরো সংখ্যক অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন—হে কৌন্তেয়, এই শরীরকে কর্মক্ষেত্র বলে মনে করবে। কুরুক্ষেত্র হলো কর্মভূমি অর্থাৎ ধর্মভূমি ও কর্মভূমি হলো এই মানব শরীর।

সংশয়বাদীরা থামিয়ে দিয়ে বললেন—আর শব্দের ব্যাখ্যা নয় আমরা গীতার অধ্যায় অনুযায়ী ব্যাখ্যা শুনতে আগ্রহী। শুরু করলেন গীতাধ্যানীরা—